মূল শব্দাবলী
সম্পর্কের বন্ধন
পরিবার
বন্ধন

Majlis Ugama Islam Singapura

Friday Khutbah

4 April 2025 / 5 Syawal 1446H

সিলাতুররাহিম- মানুষে মানুষে সম্পর্কের বন্ধন রক্ষা করার দায়িত্ব

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللَّهِ، اتَّقُوا اللَّهَ. قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলার রহমতপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

এই মুহূর্তে আপনাদের কাছে পাঠ করা হলো সুরা আন নিসার প্রথম আয়াত যেখানে আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয়া হয়েছে দুটি বিষয়ের প্রতি খুব খেয়াল রাখতে। কি এই দুটি বিষয়?

প্রথমটি হলো, মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা’আলার প্রতি আমরা তাঁর সকল আদেশ মেনে চলে এবং তাঁর নিষেধগুলি থেকে নিজেদেরকে দূরে রেখে আমাদের তাকওয়া অবিচল রাখতে পারি।

দ্বিতীয়টি হলো, আমাদের পারিবারিক সদস্য, নিকট এবং দূরের আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক আল-আরহাম রক্ষা করা। তাঁদের সকলের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে তাঁদের অধিকার ও তাঁদের প্রতি সকল দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করাকে ইসলামের ভাষায় বলে সিরাতুররাহিমকে রক্ষা করা।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার রহমতপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

আমি নিশ্চিত, আমাদের অনেকেই শাওয়াল মাসটিকে পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় করার একটি সময় বলে মনে করেন। আসুন, একজন মুসলমানের জীবনে সিলাতুররাহিম বা পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় রাখার গুরুত্ব কি তার ওপর আলোকপাত করি।

সম্মানিত ভাইয়েরা,

আমরা যে রকম সিলাতুররাহিম বা পারিবারিক বন্ধন রক্ষা করে চলি তার সঙ্গে ইসলামের ভাষায় পারিবারিক বন্ধনের যে শিক্ষা এই দুইয়ের মধ্যে সম্পর্ক কি? মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলার সঙ্গে সুন্দর সম্পর্ক রাখার পরেও কেন পারিবারিক বন্ধনকে সুরক্ষা করে চলার আদেশ দেয়া হয়েছে?আর এই সিরাতুররাহিমের সঙ্গে ধর্ম বিশ্বাসের কি সম্পর্ক?

সম্মানিত সুধী,

সিলাতুররাহিম প্রচলিত প্রথা ও ঐতিহ্যের চেয়েও বড় একটি বিষয়। এটা একটি ধর্মীয় অনুশাসন যেখানে একজন মুমিন মুসলমানের বিশ্বাসের প্রতিফলন দেখা যায়, এর ব্যাপ্তি এতটা বিশাল যা কিনা তাকওয়ার যে আদেশ তার সঙ্গে সম্পর্কিত,যে সম্পর্কে সুরা আন নিসার প্রথম আয়াতে উল্লেখ করা আছে যা আমি একটু আগে আপনাদেরকে পাঠ করে শুনিয়েছি।

আমাদের নবী করিম (সঃ) একদা বলেছিলেন, যার বাংলা অর্থ এই যে, "যে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ও শেষ বিচারের দিনকে বিশ্বাস করে, তাঁকে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করতে দাও" ।(আল বুখারী

আল মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত।তাফসীর অনুসারে, এই হাদীসের যে বক্তব্য তা সুরা আর রাওদার ২১ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা আছেঃ

وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوٓءَ ٱلْحِسَابِ ٢١

অর্থঃ *আর আল্লাহ যে সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখতে আদেশ করেছেন যারা তা অক্ষুন্ন রাখে, ভয় করে তাদের রবকে এবং ভয় করে হিসাবকে...*

পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখা, অন্যের দয়াশীলতার প্রতিদান দেয়া, অন্যের সঙ্গে উষ্ণ সম্পর্ক রাখা একজন মানুষের সামাজিক প্রয়োজন মেটাতে পারে। তবে, ইসলাম যারা পারিবারিক সম্পর্ককে সমুন্নত রাখে তাদের জীবন মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার করুণায় পরিপূর্ণ করে তোলে। আসলেও, এই রহমত বা বারাকাহ স্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু, সামাজিকভাবে ভাল থাকা সহ মূলতঃ জীবনের সবকিছুকে ধারণ করে থাকে।

আমাদের নবী করিম মুহম্মদ মুস্তফা (সঃ) বলেছেন, "যে তার জীবনের ভরণ-পোষণের সময় দীর্ঘায়িত বা তার জীবনের মেয়াদ দীর্ঘায়িত করতে চায়, তাকে পারিবারিক ও আত্মীয়তার বন্ধন সমুন্নত রাখতে দাও"। (আল বুখারী)

এইখানে আমি আজকের খুতবায়ে আপনাদের সামনে তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করে দেখব যে সিলাতুররাহিমের অনুশাসন সম্পূর্ণ পালন করে আমরা কিভাবে পারিবারিক সম্পর্কের বন্ধন সুদৃঢ় করতে পারি।

প্রথমতঃ সিলাতুররাহিমের অধিকার ও দায়িত্বগুলি মেনে চলাঃ

এর মধ্যে একে অপরের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়া, একে অন্যের শরীর সুস্থতার খবর নেয়া,খাদ্যদ্রব্য ভাগাভাগি করে খাওয়া, অন্যের প্রতি ইহসান বা সহানুভূতি প্রদর্শন করা, নিরন্তর তাদের জন্য দোয়া করা

ইত্যাদি সকল কিছু অন্তর্ভুক্ত হবে। যদিও এই কাজগুলি শাওয়াল মাসের কাজ হিসেবে গণ্য করা হয় তথাপি শাওয়াল মাসের পরেও যদি আমরা শারিরীকভাবে তাঁদের কাছে পৌঁছুতে না পারি, অন্যভাবে অন্য মাসেও আমরা আমাদের আত্মীয়-স্বজনদের দেখাশুনা করার কাজ করতে পারি । এটা আমাদের অধিকার এবং কর্তব্য।

দ্বিতীয়তঃ পুরনো সম্পর্ক আবার নবায়ন করে নিতে পারি

মানুষ হিসাবে এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে আমাদের সম্পর্কগুলি মাঝে মাঝে তেমন মজবুত থাকে না, ভেঙ্গে পড়ে। বা বলা যায়, অতীতে কখনও ভুল বোঝাবুঝির কারণে সম্পর্কে চিড় ধরে ফলস্বরূপ, পারিবারিক বন্ধন বিনষ্ট হয়।

কিন্তু অন্যের ভুল বা কোন ঘাটতির জন্য আমাদের অতীতের বেড়াজালে আটকে থাকলে চলবে না। বরং, আমাদের পুরনো ভেঙ্গে পড়া সম্পর্ককে মেরামত করার সর্বাত্মক চেষ্টা আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। আমরা যদি এটা করার কোন উদ্যোগ না নেই, তাহলে আমাদের কমপক্ষে পুরনো কোন্দল সামনে এনে , মনভেঙ্গে দেয়া মন্তব্য করে পুরনো ্তিক্ত সম্পর্ককে আরো তিক্ততর করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, একদা আমাদের প্রিয় নবী করিম (সঃ) তাঁর সাহাবীগণকে বলেছিলেন একটি কাজ সম্পর্কে যা নামাজ, রোজা, এমনকি দান করার চেয়েও অধিক পূণ্যবান কাজ আর সেই কাজটি হলো, মানুষে মানুষে পুরনো ভাঙ্গা সম্পর্ককে জোড়া দেয়ার কাজ। বিপরীতভাবে বলা যায় যে, পারিবারিক মতভেদ সামাজিক ভারসাম্য বিধ্বস্ত করে। এবং ফলস্বরূপ আমাদের নামাজে খুব ভাল প্রভাব পড়ে না।

সিলাতুররাহিমের আর একটি অর্থ হলো আত্মীয় স্বজনদের জন্য মঙ্গল কামনা করা। আর তাই, আমাদের উচিত এইসব আত্মীয়-স্বজনদের সুস্থতার দিকে তা এই ইহজগতে বা পরকাল যেখানেই হোক, অধিক মনোযোগ প্রদর্শন করতে হবে।

<u>তৃতীয়তঃ আত্মীয়-স্বজনদের সবরকম ক্ষতি ও অনিষ্ট থেকে রক্ষা করা</u>

আমাদের পরিবারে এমন সদস্য থাকতেই পারে যাদের ধর্মীয় চর্চায় আরো কিছুটা উন্নতি করা দরকার? তারা হয়তো এখনো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ সময়মত পড়ে না,এখনও কোরান তিলওয়াতে আগ্রহী নয়- । আমাদের যেটা করতে হবে তাহলো, উপযুক্ত সুবিধামত আমাদের অত্যন্ত প্রজ্ঞার সাথে তাদেরকে পথ প্রদর্শন করা তে হবে। যেমনঃ তাদেরকে আস্থাশীল ধর্মীয় শিক্ষাগুলির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। , আমরা তাদেরকে ক্ষতিকর ধর্মীয় বিশ্বাস ও মতাদর্শগুলি যেগুলি আজকাল খুব প্রচারিত হচ্ছে সেগুলি থেকে দূরে রাখতে পারি।

সম্মানিত ভাইয়েরা,

মনে রাখতে হবে, সিলাতুররাহিম কেবলমাত্র শাওয়াল মাসে পালন করার জন্য কোন কাজ নয়, বরং, পারিবারিক বন্ধন এমন একটি অনুশাসন যা আমাদের মুসলমানদের জন্য সারাজীবনের জন্য পালনীয় একটি কাজ। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা আমাদের সকল প্রচেষ্টা গ্রহণ করুন, আমাদের পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় হোক, আমাদের ওপর তাঁর করুণা বর্ষণ করুন এবং সকলকে তাঁর বেহেশতের নন্দন কাননে একত্রিত করুন। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم.

SECOND KHUTBAH

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার রহমতপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

আসুন, আমরা এই করুণা বা দয়াশীলতা প্রচার করুন এবং যারা অভাবী তাদেরকে সাহায্য করতে হবে।

রাহমাতান লিল আলামীন ফাউন্ডেশান এখনো সক্রিয়ভাবে গাজার জন্যে সাহায্য ক্যাম্পেইনটি এখনো চলছে। আর এলএ এফ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে এই দান করার সুযোগ খোলা রাখা হয়েছে, এটা ৬ইএপ্রিল পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। এটা খোলা হয়েছিল ২৪শে ফেব্রুয়ারী ২০২৫ সালে। দান করার সময় দ্রুত শেষ হয়ে আসছে।

পাশাপাশি, মিয়ানমার ও থাইল্যান্ডে ভূমিকম্পে কবলিত অসহায় মানুষের সাহায্যার্থে স্থানীয় মসজিদের মাধ্যমে আরএলএএফ তহবিল সংগ্রহের কাজ করছে। এই তহবিল সঙ্গ্রহের উদ্যোগ সিঙ্গাপুর রেডক্রসের সাথে যৌথভাবে নিয়েছে আরএলএএফ। এই তহবিল সংগ্রহের কাজ আজ এই শুক্রবার থেকে শুরু হয়ে আগামী বৃহস্পতিবার ১০ই এপ্রিল পর্যন্ত চলবে।আপনারা আপনাদের দানের অর্থ "Collection to Support Communities Affected by the Myanmar and Thailand Earthquake." লেখা বাক্সে ফেলুন।

أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَالَ فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ:

إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنهُم وَالأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا البَلَاءَ وَالوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ البُلْدَانِ عَامَّةً، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوَانَنَا اَلْمُسْتَضْعَفِيْنَ فِي غَزَّة وَفِي فِلِسْطِينَ وَفِيْ كُلِّ مَكَانٍ عَامَّةً، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اَللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ فَرَجًا، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ اكْتُبِ السِّلْمَ وَالسَّلَامَ وَالأَمْنَ وَالأَمَانَ

لِلْعَالَمِ كُلِّهِ وَلِلنَّاسِ أَجْمَعِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.